সংবাদ

তারিখ 20 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বরিশালে বিএম কলেজে শিবিরের তাণ্ডব : ১০ ছাত্র আহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

শনিবার রাতে ও রোববার বিএম কলেজে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করেছে। শুধু তাই নয়, ছাত্রশিবিরের বহিরাগত ক্যাডাররা কলেজের শিক্ষকদের সামনেই সাধারণ ছাত্রদের হুমকি দিয়েছে।

শনিবার রাত ১১টায় বিএম কলেজের সার্জেন্ট ফজলুল হক ছাত্রাবাসের গেটের সামনে কয়েকজন ছাত্রশিবির ক্যাডার গোপনে শলাপরামর্শ করার সময় ছাত্রাবাসের ১০১ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র রুবেল সেখানে গিয়ে রাতে শিবির ক্যাডারদের ছাত্রাবাসে আসার কারণ জানতে চাইলে তারা তার ওপর হামলা চালায়। পরে সাধারণ ছাত্ররা এগিয়ে এসে শিবির ক্যাডারদের ওপর হামলা চালায়। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির ক্যাডাররা ১০১ নম্বর কক্ষে হামলা চালায়। পরে ছাত্রাবাসের সাধারণ ছাত্ররা শিবির নিয়ন্ত্রিত ১০৫ নম্বর কক্ষে হামলা চালায়। শিবিরের হামলায় ছাত্রাবাসের রুবেল, রাজীব, রেজাউলসহ ১০ জন আহত হয়। রাত ১১টা থেকে একটানা ১টা পর্যন্ত এ হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটার পর ছাত্রাবাসের সুপার অধ্যাপক বেলাল হোসেন ছাত্রাবাসে এসে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে

আহত : পৃঃ ২ কঃ ৭

আহত : তাণ্ডব

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে রোববার সকাল ৮টায় ছাত্রাবাসের সুপার ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ে বসে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিলেও বহিরাগত ছাত্রশিবিরের ক্যাডার লোকমানের হুমকির কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুপুরে সুপার আবার উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেও শিবির ক্যাডারদের হুমকির কারণে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বিকেলে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সিরাজউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষকে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।